



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ দপ্তরের ‘ক’ শ্রেণীর আধিকারিক এবং ঐ একই যোগ্যতাসম্পন্ন অন্যান্য মন্ত্রকের আধিকারিকদের টেলিযোগাযোগ কনসালট্যান্টস্ সংস্থা টিসিআইএল-এ ডেপুটেশনে যাওয়ার সুযোগের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

Posted On: 16 NOV 2017 5:39PM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ টেলিযোগাযোগ দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রকের ‘ক’ শ্রেণীর আধিকারিকদের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে টেলি কমিউনিকেশন কনসালট্যান্টস্ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিসিআইএল)-এ ডেপুটেশনে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।

ক) এর দ্বারা টিসিআইএল-কে ভারতীয় টেলিযোগাযোগ দপ্তর এবং অন্যান্য মন্ত্রকের ‘ক’ শ্রেণীর আধিকারিকদের মধ্য থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঐশ্রেণীর আধিকারিকদের শূন্য পদগুলি ডেপুটেশনের মাধ্যমে পূরণ করার জন্য ১,১০,২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত হিসাবে অনুমোদনের তারিখ থেকে আরও তিন বছর মেয়াদের জন্য (মন্ত্রিসভার এর আগের করা অনুমোদনটির মেয়াদ ছিল ৩০.০৯.২০১৬ পর্যন্ত) সুযোগ দেওয়া হ’ল ডিপিই নির্দেশাবলী অনুযায়ী। এক্ষেত্রে পরিচালন পর্ষদের নিম্ন স্তরভুক্ত পদগুলির সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করা যাবে অবিলম্বে অন্তর্ভুক্তির আইনে ছাড়সহ।

খ) ভবিষ্যতে টিসিআইএল-এর পরিচালন পর্ষদের নিম্নস্তরভুক্ত পদগুলির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি যাতে ডিপিই-এর ও এম সংখ্যা ১৮ (৬)/২০০১-জিএম-জিএল-৭৭ অনুযায়ী করা যায়, যাতে এই রকম প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে আর পেশ করার প্রয়োজন না হয়, সেই লক্ষ্যেও সংশ্লিষ্ট অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে টিসিআইএল-কে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একটি প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ হিসাবে গড়ে তোলা হয় দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন কাজকর্ম রূপায়ণের লক্ষ্যে। সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন টিসিআইএল এ পর্যন্ত ৭০টিরও বেশি দেশে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রকল্প রূপায়িত করেছে। ২০১৬-১৭’র শেষে এর স্বীকৃত মূলধন ছিল ৬০ কোটি টাকা এবং আদায়িকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫৯.২০ কোটি টাকা। ৪৮টি দেশে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন প্যান-আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে টিসিআইএল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হ’ল – আফ্রিকি ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির মধ্যে অস্টিক্যাল ফাইবার ও উপগ্রহ-ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে টেলি-শিক্ষা, টেলি-চিকিৎসা ও ডব্লিউআইপি সংযোগ গড়ে তোলা। দেশেও টিসিআইএল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নানাবিধনের প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে – প্রতিরক্ষা ও নৌ-বাহিনীর জন্য নিজস্ব নেটওয়ার্ক গড়া, ওডিশায় ৫০০টি এবং উত্তর প্রদেশে ১৫০০টি স্থানে তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণ প্রভৃতি। এই কাজে বিপুল সংখ্যায় উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা টেলিযোগাযোগ দপ্তর ও অন্যান্য মন্ত্রক থেকে ‘ক’ শ্রেণীর আধিকারিকদের শূন্য পদগুলি ডেপুটেশনের ভিত্তিতে পূরণ করার জন্য টিসিআইএল-কে অনুমোদন দিয়ে থাকে।

(Release ID: 1509827) Visitor Counter : 3

